[২০১৮] ১৪ এস সি আর ৯২৬

জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন সাধারণ সচিব মিঃ তেজ রাম মীনা

বনাম

জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এটি পরিচালনাকারী পরিচালক ও সংস্থার মাধ্যমে।

(২০১৮ সালের ১২০২৩ নং দেওয়ানি আপিল)

১২ই ডিসেম্বর, ২০১৮

[আর. এফ. নরিম্যান এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-ধারা ৭,২৩৮; -উত্তরদাতা নং.১ এল-কোম্পানি একটি অকার্যকর সম্পদ হয়ে ওঠে-বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন (বি. আই. এফ. আর) প্রাথমিকভাবে মতামত দিয়েছিল যে কোম্পানিটি বন্ধ করা উচিত এবং এটি হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছিল-হাইকোর্ট একটি কোম্পানি পিটিশন হিসাবে মামলাটি নথিভুক্ত করেছে-উত্তরদাতা নং ৩ এর আর্থিক ঋণ অর্জন করেছে-কিছু সময়ের পরে, উত্তরদাতা নং ৩ আবেদন দাখিল করেছে।

জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এন. সি. এল. টি)-এর সামনে কোডের ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোডের -এ অন্তর্নিহিত অ-অপরিবর্তনীয় ধারার উল্লেখ করে তারিখের আদেশ দ্বারা উত্তরদাতা নং. এল-এন. সি. এল. টি-এর দ্বারা এটি একটি নির্ধারিত ঋণ ছিল এবং এটি সন্তুষ্ট ছিল যে ধারা ৭-এর শর্তাবলী

পূরণ করা হয়েছিল এবং তাই আবেদনটি গ্রহণ করা হয়েছিল-হাইকোর্ট কোম্পানির পিটিশন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে তার সামনে বিচারাধীন পরিসমাপ্তি প্রক্রিয়া স্থানান্তর করতে অস্বীকার করে এবং এনসিএলটি-র তারিখের আদেশটি বাতিল করে দিয়ে বলে যে এটি এখতিয়ার ছাড়াই পাস করা হয়েছিল-এর মালিকানা-

আদেসঃ যদিও কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন তৃতীয় সাধারণ

জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন সাধারণ সচিব মিঃ তেজ রাম মীনা বনাম জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এটি পরিচালনাকারী পরিচালক ও সংস্থার মাধ্যমে। ৯২৭

কোডের ধারা ২৩৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না-সুতরাং, হাইকোর্টের সামনে বিচারাধীন অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি এই তথ্যের আলোকে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে কোড, ২০১৬-এর অধীনে কার্যধারা অবশ্যই তাদের পুরো কোর্সটি চালাতে হবে-কোম্পানি আইন, ২০১৩-ধারা৪৩৪ (১৭.০৮.২০১৮-এর মাধ্যমে সংশোধিত হিসাবে)-অসুস্থ শিল্প কোম্পানি (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫-ऽ২০-কোম্পানি (বকেয়া কার্যধারার স্থানান্তর) বিধি, ২০১৬-নিয়ম. ৫ (২) এবং ৬।

আপিল মঞ্জুর করে আদালতের সিদ্ধান্তঃ

১. এটা স্পষ্ট যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪-এর অধীনে, যা ইনসল্ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর একাদশ তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এই আইনের অধীনে সমস্ত কার্যধারা, যা কোম্পানিগুলি বন্ধ করার সাথে সম্পর্কিত এবং যা এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবহিত হওয়ার তারিখের ঠিক আগে মুলতুবি রয়েছে, তা এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত হবে। যে পর্যায়ে এই ধরনের কার্যধারা এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত হবে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১২] [৯৩৮-সি. ডি]

২. যখন ২০১৬ সালের হস্তান্তর বিধিমালা (সংশোধন না করা)-র বিধি ৫ ও ৬ পড়া হয়, তখন এটা স্পষ্ট যে তিন ধরনের কার্যধারা উল্লেখ করা হয়েছে। বিধি ৫ (১)-এর অধীনে, হাইকোর্টের কাছে বকেয়া ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার ভিত্তিতে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩-এর ধারা (ই)-এর অধীনে অবসানের সাথে সম্পর্কিত আবেদনগুলি এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত করতে হবে যদি আবেদনটি উত্তরদাতার উপর প্রয়োগ না করা হয়। তারপর সেগুলি কোডের ধারা ৭,৮ বা ৯-এর অধীনে আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কোডের দ্বিতীয় অংশ অনুসারে মোকাবিলা করা হবে।

একইভাবে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩-এর ধারা (ক) এবং (চ)-এর অধীনে দায়ের করা সমস্ত আবেদন হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন রয়েছে, যেখানে আবেদনটি উত্তরদাতাদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি, সেগুলি এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত করা হবে। শুধুমাত্র এই ধরনের আবেদনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধানগুলির অধীনে আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে। বিধি ৫ এবং ৬ দ্বারা পরিচালিত মামলার তৃতীয় বিভাগটি বিধি ৫ (২)-এ রয়েছে। এই বিভাগটি সেই মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত যেখানে বি. আই. এফ. আর এস. আই. সি আইনের ধারা ২০-এর অধীনে একটি সংস্থা বন্ধ করার জন্য হাইকোর্টের কাছে একটি মতামত প্রেরণ করেছে।

এই ধরনের সমস্ত মামলা, পর্যায় যাই হোক না কেন, এস. আই. সি আইনের বিধান অনুসারে হাইকোর্ট দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৯৩৮-ডি-জি]

৩. এটা স্পষ্ট যে বর্তমান মামলাটি শুধুমাত্র নিয়ম ৩ (২)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও এস. আই. সি আইনের ২০ নং ধারায় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত বিধান, যা কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ (চ)-এর অধীনে একটি কোম্পানিকে বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তবুও যেহেতু এস. আই. সি আইনের ২০ নং ধারার অধীনে আসা মামলাগুলি বিধি ৩৫ (২)-এর অধীনে আলাদাভাবে মোকাবিলা করা হয়, সেগুলিকে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ (চ)-এর অধীনে দায়ের করা পিটিশন হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না, যা বিধি ৬-এর অধীনে আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

উচ্চ আদালত তাই এস. আই. সি আইনের ২০ ধারা অনুসরণকারী পিটিশনগুলিকে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৪৩৩ (এফ) ধারা অনুসরণকারী এবং ২০১৬ স্থানান্তর বিধির নিয়ম ৬ প্রয়োগকারী হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সঠিক নয়। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৯৩৮-জি-এইচ; ৯৩৯-এ]

৪। যদিও নিয়ম ৩ (২) ১-এর ভাষা যথেষ্ট স্পষ্ট, তবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে নিয়ম ৫-কে ২৯.০৬.২০১৭-এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ, নিয়ম ৫ (২) বাদ দেওয়া হয়েছে। নিয়ম ৫ (২) বাদ দেওয়ার প্রভাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত হবে না-এস. আই. সি আইনের ধারা ২০-এর অধীনে সমস্ত মামলা এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত হবে, অন্যথায়, এই জাতীয় মামলাগুলি এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করতে হবে, যেমন নিয়ম ৫ (১)-এ করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত বিধি ৫-এ বিধি ৫ (২) বাদ দেওয়ার আসল কারণ হল, এস. আই. সি আইন বাতিলের বিষয়ে শুধুমাত্র একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এস. আই. সি আইনের ২০ ধারার অধীনে কার্যধারা হাইকোর্ট দ্বারা পরিচালিত হবে। -এর পরেও বিধি ৫ (২) অব্যাহত রাখা অপ্রয়োজনীয় ছিল, এস. আই. সি আইনের ২০ ধারার অধীনে সমস্ত বিচারাধীন মামলা হাইকোর্ট দ্বারা পরিচালিত হতে থাকত, যার আগে এই ধরনের মামলাগুলি বিচারাধীন ছিল।

যেহেতু এস. আই. সি আইন বাতিল হওয়ার পরে এস. আই. সি আইনের ২০ ধারার অধীনে বি. আই. এফ. আর-এর কোনও মতামত থাকতে পারে না, তাই ৩ (২) ধারা অব্যাহত রাখা অপ্রয়োজনীয় ছিল, কারণ এস. আই. সি আইনের ২০ ধারার অধীনে সমস্ত মুলতুবি কার্যক্রম হাইকোর্টের সাথে অব্যাহত থাকবে এবং তারপরেও অব্যাহত থাকবে। ধারা ৪৩৪ (১) (সি)-এর সংশোধনীর মাধ্যমে এটি আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যা থেকে কার্যকর, যেখানে এই তারিখের ঠিক আগে কোনও আদালতে মুলতুবি থাকা সমাপ্তির কার্যধারার কোনও পক্ষ এই জাতীয় কার্যধারা স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারে এবং সেই পর্যায়ে আদালত আদেশের মাধ্যমে এই জাতীয় কার্যধারা এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তর করতে পারে।

এইভাবে হস্তান্তরিত কার্যধারা তারপর এনসিএলটি দ্বারা একটি আবেদন হিসাবে মোকাবিলা করা হবে- এর অধীনে কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য।

জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন সাধারণ সচিব মিঃ তেজ রাম মীনা বনাম জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এটি পরিচালনাকারী পরিচালক ও সংস্থার মাধ্যমে। ৯২৯

এইভাবে এটা স্পষ্ট যে ২০১৬ স্থানান্তর বিধিমালার ধারা ৪৩৪ (সংশোধিত হিসাবে) এবং বিধি ৫-এর অধীনে, হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন এস. আই. সি আইনের ধারা ২০-এর অধীনে সমস্ত কার্যধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না কোনও পক্ষ এই জাতীয় কার্যধারা স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করে। একবার এটি হয়ে গেলে, হাইকোর্টকে অবশ্যই এন. সি. এল. টি-তে এই জাতীয় কার্যধারা স্থানান্তর করতে হবে যা তখন কোডের অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন হিসাবে এই জাতীয় কার্যধারা নিয়ে কাজ করবে।

৫। হাইকোর্টের রায়, যদিও ২০১৬ সালের স্থানান্তর বিধিমালা ৬ নং বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল, তবুও এই বিষয়ে সমর্থন করা যেতে পারে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪-এর সঙ্গে পঠিত বিধি ৫ (২)-এর উল্লেখ সহ, যা ১৭.০৮.২০১৮ থেকে কার্যকর হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৯৩৯-এইচ; ৯৪০-এ]

৬. এটা স্পষ্ট যে ৩ নং উত্তরদাতা কোডের অধীনে ১১.০১.২০১৮-এ ৭ নং ধারার আবেদন করেছেন, যার ভিত্তিতে এনসিএলটি দ্বারা ১৩.০৪.২০১৮-এ এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করে একটি আদেশ পাস করা হয়েছে। এই কার্যধারাটি একটি স্বাধীন কার্যধারা যার উচ্চ আদালতের সামনে মুলতুবি থাকা পরিসমাপ্তি কার্যধারা স্থানান্তরের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। এটি উত্তরদাতার জন্য উন্মুক্ত ছিল/(৩ নং যে কোনও সময় একটি পরিসমাপ্তি আদেশ পাস করার আগে আবেদন করার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

কোডের ৭ নং ধারার অধীনে । [অনুচ্ছেদ ১৭। |৯৪০-B-C]

৭. প্রত্যর্থী ৪ এবং ৫-এর যুক্তি যে যেহেতু কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ কোডের একাদশ তফসিল দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, সংশোধিত ধারা ৪৩৪-কে অবশ্যই কোডের অংশ হিসাবে পড়তে হবে এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অংশ হিসাবে নয়, এই কারণে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে যে যদিও কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ কোডের একাদশ তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তবুও ধারা ৪৩৪, প্রতিস্থাপিত হিসাবে, শুধুমাত্র কোম্পানি আইন, ২০১৩-এ উপস্থিত হয় এবং এটি সেই আইনের অংশ এবং অংশ।

সুরক্ষিত আর্থিক ঋণদাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন কার্যধারায় এন. সি. এল. টি-র ২৩৮ ধারা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এটি একেবারেই সঠিক ছিল, অর্থাৎ উত্তরদাতা নং. ৩। এই ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট কীভাবে রায় দিতে পারত যে এন. সি. এল. টি-র সামনে কার্যধারা এখতিয়ারহীন ছিল তা বোঝা কঠিন। অতএব, এই কারণে, হাইকোর্টের রায়টি বাতিল করতে হবে।

এন. সি. এল. টি-র কার্যধারা এখন যে পর্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেই পর্যায় থেকেই অব্যাহত থাকবে। স্পষ্টতই, হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন কোম্পানির পিটিশনটি কোডের ২৩৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আর এগিয়ে নেওয়া যাবে না। হাইকোর্টের সামনে যে রিট পিটিশনগুলি বিচারাধীন রয়েছে সেগুলিও এই তথ্যের আলোকে নিষ্পত্তি করতে হবে যে কোডের অধীনে কার্যধারা অবশ্যই তাদের পুরো কোর্স চালাতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৯৪০-ডি-এইচ]

সিভিল আপিল বিচারঃ ২০১৮ সালের ১২০২৩ নং দেওয়ানি আপিল।

২০০৯ সালের ১৯ নং এস. বি. কোম্পানির পিটিশনে জয়পুরের বেঞ্চের রাজস্থানের বিচার বিভাগের হাইকোর্টের রায় ও আদেশ থেকে।

সিদ্ধার্থ এল লুথরা, সিনিয়র অ্যাড., মিসেস অনুশ্রী প্রশান্ত কাপাডিয়া, মিসেস প্রিয়াঙ্কা রাঠি, আপিলকারীর পক্ষে অ্যাড।

পি চিদম্বরম, সিনিয়র অ্যাড., আশু কানসাল, টি. ভি. এস রাঘবেন্দ্র-শ্রেয়স, মিস গায়ত্রী গুলাটি, মিস স্নেহ ধিল্লন, করণ বাতুরা, সিদ্ধার্থ দাভে, ঋষি মাতোলিয়া, মিস সুমতি শর্মা, এইচ. ডি থানভি, অঙ্কিত সারিন, তরুণ গুপ্তা, অমিত শর্মা, অঙ্কিত রাজ, মিস ইন্দিরা ভাকর, মিস নিধি জসওয়াল, মিস রুচি কোহলি, রাহুল প্রতাপ, নিখিল নায়ার, মিস গরিমা বাজাজ, সূর্য কান্ত, প্রণব ব্যাস, মিস প্রিয়াঙ্কা ত্যাগী, উত্তরদাতাদের পক্ষে অ্যাড।

আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি দ্বারা আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল।

অনুমতি মঞ্জুর।

২. রাজস্থানের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের ১-নং এর রায়কে চ্যালেঞ্জ করে একটি কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বারা বর্তমান আপিল দায়ের করা হয়েছে, যা হাইকোর্ট তার সামনে বিচারাধীন পরিসমাপ্তির কার্যক্রম জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে ("এনসিএলটি") স্থানান্তর করতে অস্বীকার করেছে এবং এনসিএলটি-র ১- নং এর একটি আদেশ বাতিল করেছে যার মাধ্যমে ইনসল্ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬ ("ইনসল্ভেন্সি কোড" বা কোড ")-এর ধারা ৭-এর অধীনে কোনও আর্থিক ঋণদাতার পিটিশন গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. এই মামলার একটি অতীত ইতিহাস রয়েছে। ৩০.০৯.১৯৯৭-এ, উত্তরদাতা নং ১ কোম্পানির অ্যাকাউন্ট একটি অ-কার্যকরী সম্পদে পরিণত হয়েছিল এবং যেহেতু কোম্পানির মোট মূল্য নেতিবাচক হয়ে গিয়েছিল, তাই অসুস্থ শিল্প সংস্থা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫ ("SIC আইন")-এর অধীনে শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন পর্ষদের ("বিআইএফআর") কাছে একটি রেফারেন্স দেওয়া হয়েছিল। ২৬.০৯.২০০২-এ, বিআইএফআর প্রাথমিকভাবে * * মতামত দিয়েছিল যে সংস্থাটি বন্ধ করা উচিত, যা মতামত হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছিল। হাইকোর্ট শেষ পর্যন্ত নিবন্ধিত করে।

জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন সাধারণ সচিব মিঃ তেজ রাম মীনা বনাম জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এটি পরিচালনাকারী পরিচালক ও সংস্থার মাধ্যমে। [আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি] ৯৩১

কোম্পানি পিটিশন নং ১৯/২০০৯ হিসাবে মামলা। অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (উত্তরদাতা নং ৩) উত্তরদাতা নং-এর সমস্ত আর্থিক ঋণ যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করেছে। রাজস্থান রাজ্য কোম্পানিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোনও সাফল্য পায়নি। শেষ পর্যন্ত, একটি শ্রমিক ইউনিয়নের দায়ের করা রিট পিটিশনে, রিট পিটিশন নং ৫০৪/২০০০, হাইকোর্ট, ৪। এদিকে, ৯৩২ সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট [২০১৮] ১৪ এস সি আর

যে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন সমস্ত পরিসমাপ্তি প্রক্রিয়া এন. সি. এল. টি-তে এমন পর্যায়ে স্থানান্তরিত হবে যা এই বিষয়ে তৈরি বিধি দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। তারপর তারা কোম্পানি (বকেয়া কার্যধারার স্থানান্তর) বিধি, ২০১৬ (২০১৬ স্থানান্তর বিধি)-এর বিধি ৫ এবং বিশেষ করে এর বিধি ৫ (২)-এর কথা উল্লেখ করে।

তারপর তাঁরা যুক্তি দেখান যে, যেহেতু বিধি ৫ (২)-এর পরেও এবং পরেও জারি রাখা হয়নি, তাই এটা স্পষ্ট যে, এস. আই. সি আইনের অধীনে চালু হওয়া সংস্থাগুলির অবসান ঘটানো, এই ধরনের বাদ দেওয়ার পরেও হাইকোর্টের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। তাঁদের মতে, হাইকোর্টের রায়টি ভুল ছিল, কারণ ২০১৬ সালের স্থানান্তর বিধির বিধি ৬ নয়। অতএব, বিধি ৫ (২) বাদ দেওয়ার পরে, কার্যধারা যে কোনও ক্ষেত্রে এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত হবে।

বিকল্পভাবে, তাঁরা যুক্তি দেখান যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, ৪৩৪ (১) (সি) ধারায় ২০১৮ সালের সংশোধনীতে একটি শর্ত যোগ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কোনও উচ্চ আদালতে বিচারাধীন যে কোনও সমাপ্তির কার্যধারার যে কোনও পক্ষ এই ধরনের কার্যধারা স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আদালত তখন এই ধরনের কার্যধারা এনসিএলটি-তে স্থানান্তর করতে বাধ্য। তাঁরা আরও যুক্তি দেখান যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, এনসিএলটি-র আগে ৩ নং উত্তরদাতা দ্বারা করা ৭ নং ধারার আবেদন একটি স্বাধীন আবেদন ছিল যা এনসিএলটি দ্বারা সঠিকভাবে গৃহীত হয়েছিল, যা সঠিকভাবে ইনসল্‌ভেন্সি কোডের ২৩৮ ধারা প্রয়োগ করেছিল।

৪ ও ৫ নম্বর উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ দাভে হাইকোর্টের রায়কে সমর্থন করেন। বিদ্বান কৌঁসুলির মতে, ২০১৬ সালের স্থানান্তর বিধির ৫ নং বিধি প্রযোজ্য হলেও, ৫ নং বিধি (২) স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হাইকোর্টের সামনে বর্তমান কার্যধারা অব্যাহত থাকবে, যা এস. আই. সি আইনের ২০ নং ধারা অনুসারে একটি কোম্পানি বন্ধ করার কার্যধারা।

২৯.০৬.২০১৭-এর উপর বিধি ৫-এর সংশোধনে এই নিয়মটি বাদ দেওয়া হাইকোর্টের এই বিষয়টি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উপর প্রভাব ফেলবে না কারণ এস. আই. সি আইনটি ০১.১২.২০১৬ থেকে কার্যকরভাবে বাতিল করা হয়েছিল এবং বাতিলের সাথে সাথে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল যে এস. আই. সি আইনের ধারা ২০-এর অধীনে যে প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল তা হাইকোর্টের দ্বারা পরিচালিত হবে।

একবার যখন এই কথা বলা হয়েছিল, যখন বিধি ৫-এ সংশোধনী করা হয়েছিল, তখন উক্ত বিধানটি চালিয়ে যাওয়া অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল কারণ এস. আই. সি আইন বাতিলের তারিখ এবং সেই তারিখ থেকে হাইকোর্টের দ্বারা এই জাতীয় সমস্ত কার্যধারা অব্যাহত রাখতে হবে। একইভাবে, বিদ্বান কৌঁসুলির মতে, কোডের ২৩৮ ধারার কোনও প্রয়োগ নেই কারণ এটি একটি অ-অস্থিতিশীল ধারা যা ইনসল্‌ভেন্সি কোড এবং অন্যান্য সংবিধির মধ্যে সংঘর্ষকে বাধা দেয়। যেহেতু কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪-এর সংশোধনী করা হয়েছে।

জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন সাধারণ সচিব মিঃ তেজ রাম মীনা বনাম জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এটি পরিচালনাকারী পরিচালক ও সংস্থার মাধ্যমে। [আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি] ৯৩৩

ইনসল্‌ভেন্সি কোডের একাদশ তফসিল অনুসারে, ধারা ২৩৮-এর কোনও প্রয়োগ থাকবে না এবং তাই, হাইকোর্টের সামনে মুলতুবি থাকা পরিসমাপ্তি প্রক্রিয়াটিকে তাদের যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছাতে হবে। তাই, হাইকোর্টের রায় সঠিক।

৮. সমস্ত পক্ষের কৌঁসুলির কথা শোনার পর, আমাদের প্রথমে শ্রী সিদ্ধার্থ দাভের উত্থাপিত একটি প্রাথমিক আপত্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। বিদ্বান কৌঁসুলির মতে, ৩ নং উত্তরদাতার দ্বারা ১ নং আইডি-র রায়ের বিরুদ্ধে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছে এবং যেহেতু এই আপিলটি এখনও বিচারাধীন, তাই আমাদের কোনও কর্মচারী ইউনিয়নের নির্দেশে দায়ের করা এসএলপি গ্রহণ করা উচিত নয়, যা ৩ নং উত্তরদাতার সহযোগিতায় রয়েছে। সাধারণত, আমরা আবেদনকারীকে ডিভিশন বেঞ্চে পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু যেহেতু উত্থাপিত প্রশ্নগুলি সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি কর্তৃত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়া ভাল।

এই কারণেই আমরা একক বিচারপতির আদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি এই এসএলপি গ্রহণ করেছি। শ্রী লুথরা আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই কথা বলা ভুল যে, যে মক্কেল ৩ নম্বর উত্তরদাতার সঙ্গে মিলেমিশে একটি স্বীকৃত বা অননুমোদিত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং উক্ত ইউনিয়নের নিবন্ধনের একটি শংসাপত্র তুলে ধরেছেন। মনে রাখবেন যে, যেহেতু এই এসএলপি আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে যার দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন, তাই আমরা এই প্রাথমিক আপত্তি উপেক্ষা করেছি।

৯. ইনসল্‌ভেন্সি কোডের ২৫৫ ধারাটি নিম্নরূপঃ

২০১৩ সালের ১৮ নং আইনের সংশোধনী-কোম্পানি আইন, ২০১৩ একাদশ তফসিলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংশোধন করা হবে।

এই ধারা অনুসরণ করে, কোডের একাদশ তফসিল কোম্পানি আইন, ২০১৩-এ বিভিন্ন সংশোধনী এনেছে। ১৫.১১.২০১৬-এ, ০১.১২.২০১৬ থেকে কার্যকর, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হয়েছিলঃ

৪৩৪. কিছু মুলতুবি কার্যধারার হস্তান্তর-(১) কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে যে তারিখে অবহিত করতে পারে, সেই তারিখে-(ক) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১০-ই-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে গঠিত কোম্পানি আইন প্রশাসন পর্ষদের (এখানে এই ধারায় কোম্পানি আইন বোর্ড হিসাবে উল্লিখিত) সামনে মুলতুবি থাকা সমস্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলি, সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্বে, ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হবে এবং ট্রাইবুনেল এই আইনের বিধান অনুসারে সেই বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলির নিষ্পত্তি করবে।

এই তারিখের আগে কোম্পানি আইন বোর্ডের কোনও সিদ্ধান্ত বা আদেশে ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি এই আদেশের ফলে উদ্ভূত কোনও আইনি প্রশ্নের বিষয়ে কোম্পানি আইন বোর্ডের সিদ্ধান্ত বা আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আপিলকারীকে পর্যাপ্ত কারণে আপিল দায়ের করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা হলে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে তা দায়ের করার অনুমতি দিতে পারে; এবং

(গ) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীন, সালিসি, আপোষ, ব্যবস্থা এবং পুনর্গঠন এবং কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত কার্যধারা সহ, যে কোনও জেলা আদালত বা হাইকোর্টের সামনে অবিলম্বে মুলতুবি থাকা সমস্ত কার্যধারা ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হবে এবং ট্রাইবুনেল তাদের স্থানান্তরের আগে পর্যায় থেকে এই ধরনের কার্যধারা নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে যেতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র কোম্পানিগুলির অবসান সংক্রান্ত কার্যধারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবেঃ

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এই ধারার অধীনে কোম্পানি আইন বোর্ড বা আদালতের কাছে বিচারাধীন সমস্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলি সময়মতো ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য এই আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম তৈরি করতে পারে।

কোডের একাদশ তফসিলে করা একটি সংশোধনীর মাধ্যমে ১৭.০৮.২০১৮ এবং তার পরে, ধারা ৪৩৪ নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হয়েছিলঃ

৪৩৪. কিছু মুলতুবি কার্যধারার হস্তান্তর-(১) কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে যে তারিখে অবহিত করতে পারে, সেই তারিখে-(চ) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১০-ই-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে গঠিত কোম্পানি আইন প্রশাসন পর্ষদের (এখানে এই ধারায় কোম্পানি আইন বোর্ড হিসাবে উল্লিখিত) সামনে মুলতুবি থাকা সমস্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলি, সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্বে, ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হবে এবং ট্রাইবুনেল এই আইনের বিধান অনুসারে সেই বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলির নিষ্পত্তি করবে।

() এই তারিখের আগে কোম্পানি আইন বোর্ডের কোনও সিদ্ধান্ত বা আদেশে ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি একটি আপিল দায়ের করতে পারেন

জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন সাধারণ সচিব মিঃ তেজ রাম মীনা বনাম জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এটি পরিচালনাকারী পরিচালক ও সংস্থার মাধ্যমে। [আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি] ৯৩৫

এই ধরনের আদেশ থেকে উদ্ভূত আইনের যে কোনও প্রশ্নের বিষয়ে কোম্পানি আইন বোর্ডের সিদ্ধান্ত বা আদেশের তারিখ/যোগাযোগের ষাট দিনের মধ্যে হাইকোর্টের কাছেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আপিলকারীকে পর্যাপ্ত কারণে আপিল দায়ের করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা হলে আরও ষাট দিনের মধ্যে তা দায়ের করার অনুমতি দিতে পারে; এবং

(গ) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে সালিসি, আপোষ, ব্যবস্থা এবং পুনর্গঠন এবং কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত কার্যধারা সহ, যে কোনও জেলা আদালত বা হাইকোর্টের সামনে অবিলম্বে মুলতুবি থাকা সমস্ত কার্যধারা ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হবে এবং ট্রাইবুনেল তাদের স্থানান্তরের আগে পর্যায় থেকে এই ধরনের কার্যধারা মোকাবেলা করতে এগিয়ে যেতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র কোম্পানিগুলির অবসান সংক্রান্ত কার্যধারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবেঃ আরও শর্ত থাকে যে, অবসান ছাড়া অন্য মামলাগুলি সম্পর্কিত কার্যধারা, যার জন্য উচ্চ আদালতগুলি কার্যধারা অনুমোদন বা অন্যথায় সংরক্ষণের আদেশ দেয় না, ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবেঃ টি ৭ আরও শর্ত থাকে যে-(জেড) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে সমস্ত কার্যধারা, কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত মামলা ব্যতীত যা এই ধরনের কার্যধারা অনুমতি দেওয়ার বা অন্যথায় আদেশের জন্য সংরক্ষিত; বা (জেডজেড) উচ্চ আদালত থেকে স্থানান্তরিত না হওয়া কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত কার্যধারা;

কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এবং কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুসারে মোকাবিলা করা হবেঃ]

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৪৮৫ ধারার উপ-ধারা (১)-এর অধীনে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমাধানের নোটিশ দেওয়া হলেও কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এইচ এবং কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর বিধান অনুযায়ী কোম্পানিটি ২০১৭ সালের ১লা এপ্রিলের আগে ভেঙে দেওয়া হয়নি, এমন কোনও সংস্থার স্বেচ্ছায় অবসানের মামলা সম্পর্কিত কার্যধারা অব্যাহত থাকবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০১৮ চালু হওয়ার অব্যবহিত আগে যে কোনও আদালতে বিচারাধীন কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত যে কোনও কার্যধারার যে কোনও পক্ষ বা পক্ষ এই জাতীয় কার্যধারা হস্তান্তরের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আদালত আদেশের মাধ্যমে এই জাতীয় কার্যধারা ট্রাইবুনেলে স্থানান্তর করতে পারে এবং এইভাবে স্থানান্তরিত কার্যধারাটি ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ (২০১৬-র ৩১)-এর অধীনে কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন হিসাবে ট্রাইবুনেল দ্বারা মোকাবিলা করা হবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এই ধারার অধীনে কোম্পানি আইন বোর্ড বা আদালতের কাছে বিচারাধীন সমস্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলি সময়মতো ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য এই আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম তৈরি করতে পারে।

১০. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ এবং ইনসল্‌ভেন্সি কোডের ধারা ২৩৯-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের সময়, কোম্পানি (বকেয়া কার্যধারার স্থানান্তর) বিধিমালা, ২০১৬,০১.০৪.২০১৭ থেকে কার্যকর হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য কি প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে ২০১৬ বিধিমালা ১ঽ বিধি ৫ এবং ৬, যা নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

(১) হাইকোর্টের নিকট বকেয়া ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার অবসানের বিষয়ে আইনের ৪৩৩ ধারার (ই) ধারার অধীনে অবসান সম্পর্কিত সমস্ত আবেদন এবং কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর ২৬ নং বিধির অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে উত্তরদাতার উপর আবেদনটি কার্যকর না করা হলে আঞ্চলিক এখতিয়ার প্রয়োগ করে আইনের ৪১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হবে এবং এই জাতীয় আবেদনগুলি কোডের ৭,৮ বা ৯ ধারার অধীনে আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কোডের দ্বিতীয় অংশ অনুসারে মোকাবিলা করা হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী এই প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে প্রস্তাবিত দেউলিয়া পেশাদারের বিবরণ সহ, কোডের ৭,৮ বা ৯ ধারার অধীনে পিটিশন গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম ৭ অনুসারে হস্তান্তরিত রেকর্ডের অংশ গঠনকারী তথ্য ব্যতীত সমস্ত তথ্য জমা দেবেন, যা ব্যর্থ হলে পিটিশনটি বাতিল হয়ে যাবে।

জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন সাধারণ সচিব মিঃ তেজ রাম মীনা বনাম জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এটি পরিচালনাকারী পরিচালক ও সংস্থার মাধ্যমে। [আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি] ৯৩৭

(২) যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোনও সংস্থাকে বন্ধ করার জন্য শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন পর্ষদ কর্তৃক হাইকোর্টের কাছে মতামত পাঠানো হয়েছে এবং যেখানে কোনও আপিল বিচারাধীন নেই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অসুস্থ শিল্প কোম্পানি (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ২০ অনুসারে এই আইনের অধীনে শুরু হওয়া বন্ধের কার্যধারা এই আইনের বিধান অনুসারে হাইকোর্ট দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে।

৬. ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য কারণে বিষয়গুলি বন্ধ করার মুলতুবি কার্যক্রম স্থানান্তর।- কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৪৩৩ ধারার (ক) এবং (চ) ধারার অধীনে দায়ের করা সমস্ত আবেদন উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং যেখানে কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর বিধি ২৬-এর অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে উত্তরদাতার উপর আবেদনটি কার্যকর করা হয়নি, তা আঞ্চলিক এখতিয়ার প্রয়োগকারী ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চে স্থানান্তরিত হবে এবং এই ধরনের আবেদনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩-এর ১৮)-এর বিধানের অধীনে আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে।

১১। ২৯.০৬.২০১৭ তারিখের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে, নিয়ম ৫ তারপর নিম্নলিখিত হিসাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছিলঃ

৫।

ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার ভিত্তিতে অবসানের মুলতুবি কার্যক্রম হস্তান্তর।-(১) হাইকোর্টের কাছে বকেয়া ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার বিষয়ে আইনের ৪৩৩ ধারার (ই) ধারার অধীনে অবসান সম্পর্কিত সমস্ত আবেদন এবং কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর ২৬ নং বিধির অধীনে উত্তরদাতার উপর আবেদনটি কার্যকর না হলে আঞ্চলিক এখতিয়ার প্রয়োগ করে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৪১৯ ধারার উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হবে এবং এই ধরনের আবেদনগুলি কোডের ৭,৮ বা ৯ ধারার অধীনে আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কোডের দ্বিতীয় অংশ অনুসারে মোকাবিলা করা হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী ৭ নং বিধি অনুসারে হস্তান্তরিত নথির অংশ হিসাবে নথিভুক্ত তথ্য ব্যতীত সমস্ত তথ্য জমা দেবেন, যা ২০১৭ সালের ১৫ জুলাই পর্যন্ত প্রস্তাবিত দেউলিয়া পেশাদারের বিবরণ সহ, কোডের ৭,৮ বা ৯ ধারার অধীনে পিটিশন গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়, যা ব্যর্থ হলে পিটিশনটি বাতিল হয়ে যাবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পিটিশনের যে কোনও পক্ষ বা পক্ষ ২০১৭ সালের ১৫ই জুলাইয়ের পর নতুন করে আবেদন করার যোগ্য হবে।

কোডের ৭ বা ৮ বা ৯ ধারার অধীনে, কোডের বিধান অনুসারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনও সংস্থার অবসান সংক্রান্ত কোনও আবেদন এই নিয়মের অধীনে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত না হয় এবং উচ্চ আদালতে থেকে যায় এবং যেখানে আইনের ৪৩৩ ধারার (ই) ধারার অধীনে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত একই সংস্থার বিরুদ্ধে অবসানের জন্য আরেকটি পিটিশন রয়েছে, সেখানে এই ধরনের অন্য পিটিশন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত করা হবে না, এমনকি যদি পিটিশনটি উত্তরদাতার উপর প্রয়োগ না করা হয়।

১২. এটা স্পষ্ট যে ৪৩৪ ধারার অধীনে কোডের একাদশ তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হিসাবে ১৫.১১.২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে সমস্ত কার্যধারা যা কোম্পানিগুলি বন্ধ করার সাথে সম্পর্কিত এবং যা এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবহিত করা যেতে পারে এমন তারিখের ঠিক আগে মুলতুবি রয়েছে তা এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত হবে। যে পর্যায়ে এই ধরনের কার্যধারা এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত হবে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

১৩. যখন ২০১৬ সালের হস্তান্তর বিধিমালা (সংশোধন না করা)-র বিধি ৫ ও ৬ পড়া হয়, তখন এটা স্পষ্ট যে তিন ধরনের কার্যধারা উল্লেখ করা হয়েছে। বিধি ৫ (১)-এর অধীনে, হাইকোর্টের কাছে বকেয়া ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার ভিত্তিতে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩-এর ধারা (ই)-এর অধীনে অবসানের সাথে সম্পর্কিত আবেদনগুলি এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত করতে হবে যদি আবেদনটি উত্তরদাতার উপর প্রয়োগ না করা হয়। তারপর সেগুলি কোডের ধারা ৭,৮ বা ৯-এর অধীনে আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কোডের দ্বিতীয় অংশ অনুসারে মোকাবিলা করা হবে।

একইভাবে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩-এর ধারা (ক) এবং (চ)-এর অধীনে দায়ের করা সমস্ত আবেদন হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন রয়েছে, যেখানে উত্তরদাতাদের আবেদনটি গ্রহণ করা হয়নি, সেগুলি এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত করা হবে। শুধুমাত্র পি-র আবেদনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধানগুলির অধীনে পিটিশন হিসাবে বিবেচিত হবে। বিধি ৫ এবং ৬ দ্বারা পরিচালিত মামলার তৃতীয় বিভাগটি বিধি ৫ (২)-এ রয়েছে। এই বিভাগটি সেই মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত যেখানে বি. আই. এফ. আর এস. আই. সি আইনের ধারা ২০-এর অধীনে একটি সংস্থা বন্ধ করার জন্য হাইকোর্টের কাছে মতামত পাঠিয়েছে।

এই ধরনের সমস্ত মামলা, পর্যায় যাই হোক না কেন, হাইকোর্ট দ্বারা এস. আই. সি আইনের বিধান অনুসারে পরিচালনা করা অব্যাহত থাকবে।

এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান মামলাটি শুধুমাত্র ৫ (২) নং বিধির সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও এস. আই. সি আইনের ২০ নং ধারায় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৪৩৩ (এফ) ধারার ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত বিধানের অধীনে একটি কোম্পানিকে বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তবুও যেহেতু এস. আই. সি আইনের ২০ নং ধারার অধীনে আসা মামলাগুলি বিধি ৫ (২)-এর অধীনে আলাদাভাবে মোকাবিলা করা হয়, তাই সেগুলিকে এমন পিটিশন হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না যা

জয়পুর ধাতু ও বৈদ্যুতিক কর্মচারী সংগঠন সাধারণ সচিব মিঃ তেজ রাম মীনা বনাম জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এটি পরিচালনাকারী পরিচালক ও সংস্থার মাধ্যমে। [আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি] ৯৩৯

কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ (চ)-এর অধীনে দায়ের করা হয়েছে, যা বিধি ৬-এর অধীনে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অতএব, হাইকোর্ট কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ (চ) অনুসারে এস. আই. সি আইনের ধারা ২০ অনুসরণ করে এবং ২০১৬ স্থানান্তর বিধির বিধি ৬ প্রয়োগ করে এমন পিটিশনগুলিকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সঠিক নয়।

যাইহোক, যদিও বিধি ৫ (২) ১-এর ভাষা যথেষ্ট স্পষ্ট, তবে আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বিধি ৫-এর পরিবর্তে ২৯.০৬.২০১৭ প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ, বিধি ৫ (২) বাদ দেওয়া হয়েছে। বিধি ৫ (২) ১-এর বাদ দেওয়ার ফলে এস. আই. সি আইনের ধারা ২০-এর অধীনে সমস্ত মামলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত হবে না, অন্যথায়, এই জাতীয় মামলাগুলি এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তর করার জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করতে হবে, যেমনটি বিধি ৫ (১)-এ করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত বিধি ৫-এ বিধি ৫ (২) বাদ দেওয়ার আসল কারণ হল, এস. আই. সি আইন বাতিলের বিষয়ে শুধুমাত্র একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এস. আই. সি আইনের ২০ ধারার অধীনে কার্যধারা হাইকোর্ট দ্বারা পরিচালিত হবে। -এর পরেও বিধি ৫ (২) অব্যাহত রাখা অপ্রয়োজনীয় ছিল, এস. আই. সি আইনের ২০ ধারার অধীনে সমস্ত বিচারাধীন মামলাগুলি হাইকোর্ট দ্বারা পরিচালিত হতে থাকত যার আগে এই ধরনের মামলাগুলি বিচারাধীন ছিল।

যেহেতু এস. আই. সি আইনের ২০ ধারার অধীনে বি. আই. এফ. আর-এর কোনও মতামত থাকতে পারে না, যখন এস. আই. সি আইন বাতিল করা হয়েছিল, তখন বিধি ৫ (২) অব্যাহত রাখা অপ্রয়োজনীয় ছিল, কারণ এস. আই. সি আইনের ২০ ধারার অধীনে সমস্ত মুলতুবি কার্যক্রম হাইকোর্টের সাথে অব্যাহত থাকবে এবং তারপরেও অব্যাহত থাকবে। ধারা ৪৩৪ (১) (সি)-এর সংশোধনীর মাধ্যমে এটি আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যা থেকে কার্যকর হয়েছে, যেখানে এই তারিখের ঠিক আগে কোনও আদালতে মুলতুবি থাকা সমাপ্তির কার্যধারার কোনও পক্ষ এই ধরনের কার্যধারা স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারে এবং সেই পর্যায়ে আদালত আদেশের মাধ্যমে এই ধরনের কার্যধারা এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তর করতে পারে।

এইভাবে হস্তান্তরিত কার্যধারা তখন এন. সি. এল. টি দ্বারা একটি আবেদন হিসাবে বিবেচনা করা হবে-কোডের অধীনে কর্পোরেট ইনসল্ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আবেদন। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে ধারা ৪৩৪ (সংশোধিত হিসাবে) এবং ২০১৬ স্থানান্তর বিধির নিয়ম ৫-এর অধীনে, হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন এস. আই. সি আইনের ধারা ২০-এর অধীনে সমস্ত কার্যধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না কোনও পক্ষ এই জাতীয় কার্যধারা স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্টে আবেদন দায়ের করে। একবার এটি হয়ে গেলে, হাইকোর্টকে অবশ্যই এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তর করতে হবে যা কোডের অধীনে কর্পোরেট ইনসল্ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন হিসাবে এই জাতীয় কার্যধারা পরিচালনা করবে।

১৬। অতএব, ২০১৬ সালের স্থানান্তর বিধির ৬ নং বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়টি ভুল হলেও, এই পি -এর উপর তা সমর্থন করা যেতে পারে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪-এর সঙ্গে পঠিত বিধি ৫ (২)-এর একটি রেফারেন্স সহ ১৭.০৮.২০১৮ থেকে কার্যকরভাবে সংশোধিত।

১৭। যাইহোক, এই বিষয়টি শেষ হয় না। এটা স্পষ্ট যে উত্তরদাতা নং ৩ কোডের অধীনে ১১.০১.২০১৮-এর অধীনে একটি ধারা ৭ আবেদন দায়ের করেছেন, যার উপর এনসিএলটি দ্বারা ১৩.০৪.২০১৮-এর উপর এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করে একটি আদেশ পাস করা হয়েছে। এই কার্যধারাটি একটি স্বাধীন কার্যধারা যার হাইকোর্টের সামনে মুলতুবি সমাপ্তির কার্যধারা স্থানান্তরের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। এটি কোডের ধারা ৭-এর অধীনে আবেদন করার জন্য -এর সমাপ্তির আদেশ পাস করার আগে যে কোনও সময় উত্তরদাতা নং ৩-এর জন্য উন্মুক্ত ছিল। এটি কোডের ধারা ২৩৮-এর সাথে ধারা ৭-এর পাঠ থেকে স্পষ্ট হয় যা নিম্নরূপঃ

২৩৮. অন্যান্য আইনকে অগ্রাহ্য করার জন্য এই কোডের বিধানাবলী-এই কোডের বিধানাবলী কার্যকর হবে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনও আইনে বা এই জাতীয় কোনও আইনের কারণে কার্যকর কোনও নথিতে অসঙ্গতিপূর্ণ যাই হোক না কেন।

শ্রী দাভের যুক্তি যে, যেহেতু কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ কোডের একাদশ তফসিল দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, সংশোধিত ধারা ৪৩৪-কে অবশ্যই কোডের অংশ হিসাবে পড়তে হবে এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অংশ হিসাবে নয়, এই কারণে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে যে, যদিও কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ কোডের একাদশ তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তবুও ধারা ৪৩৪, প্রতিস্থাপিত হিসাবে, শুধুমাত্র টিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-তে উপস্থিত হয় এবং এটি সেই আইনের অংশ এবং অংশ।

আমাদের অভিমত হল যে, অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড নামে একজন সুরক্ষিত আর্থিক ঋণদাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন কার্যধারায় এন. সি. এল. টি কোডের ধারা ২৩৮ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। এই ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট কীভাবে রায় দিতে পারত যে এন. সি. এল. টি-র সামনে কার্যধারা এখতিয়ারহীন ছিল। এই কারণে, হাইকোর্টের রায়টি বাতিল করতে হবে। এন. সি. এল. টি-র কার্যধারা এখন সেই পর্যায় থেকে অব্যাহত থাকবে যেখানে সেগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টতই, কোডের ধারা ২৩৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে বিচারাধীন কোম্পানির আবেদনটি আর এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন রিট পিটিশনগুলিও এই সত্যের আলোকে নিষ্পত্তি করতে হবে যে কোডের অধীনে কার্যধারা অবশ্যই তাদের পুরো কোর্স চালাতে হবে। অতএব, আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং হাইকোর্টের রায়কে বাতিল করে দিই।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta